

দেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

পেশাগত নিরাপত্তা ও
স্বাস্থ্য বলতে আমরা
বিভিন্ন পেশায়

নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্মীদের
স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বুঝি।
এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা
কতটুকু, সেটিই বুঝায়। কর্মের
পরিবেশ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয়
সেটিও আমাদের লক্ষ্যের
বিষয়। এই পরিবেশের সাথে
যারা জড়িত, যেমন- সহকর্মী,
পরিবারবর্গ এমনকি যারা
ক্রেতা এবং ওই পরিবেশে
বিচরণ করে তাদের স্বাস্থ্য
রক্ষণকেও বুঝায়।

সাধারণত যারা কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন, পেশাগত নিরাপত্তা বা কর্মস্থলে নিরাপত্তার বিষয়টি দেখাশোনা করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, স্বাস্থ্যের সব দিক ও নিরাপত্তার সব দিক নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাকে বুঝায়। শুধু অসুখের অনুপস্থিতিকেই স্বাস্থ্য বুঝায় না। একজন ব্যক্তি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে যাতে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় কিংবা ন্যূনতম ক্ষতি হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। কর্মক্ষেত্রে কোনো কর্মী যাতে আকস্মিক দুর্ঘটনাকবলিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা।

সাধারণত তিনটি লক্ষ্যে কাজ করতে হয়— কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশের উন্নয়ন ও কাজের এমন ব্যবস্থাপনা যাতে কাজের সময় পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের দিকে থাকে। মানসিক অবস্থা, রোগের পরিসংখ্যান, ফিজিওথেরাপি, পুনর্বাসন, পেশার আংশিক পরিবর্তন, কর্মক্ষেত্রের আয়োজন স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে। পূর্ববর্তী কোনো কার্যক্রম যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে, তবে তা পরিহার করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে দেহের অবস্থান সঠিক হতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর বিরতিতে যেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কর্মীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থানের সর্বোচ্চ পরিচর্যা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। খনির পরিবেশ তুলনামূলকভাবে খারাপ ও ঝুঁকিপূর্ণ।

যদিও কাজ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে থাকে, তবুও সে কাজ করতে গিয়ে মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে যায়। স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছে কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল এজেন্ট, পরিবেশগত অবস্থা, এলারজেন, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা।

যেসব মেশিনারিতে শব্দ বেশি, সেগুলোতে কাজ করলে মানুষ শ্রবণশক্তি হারায়। কর্মক্ষেত্রে পড়ে গিয়েও মানুষ ব্যথা পায়। এমনকি মারাও যেতে পারে, যেমন— নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে





কিংবা মালামাল স্থানান্তর করতে গিয়ে। মেশিনের চলমান অংশ থাকতে পারে, ধারালো অংশ থাকতে পারে এবং গরম অংশ থাকতে পারে। এগুলোতে কর্মীরা আঘাত পেতে পারে, কেটে যেতে পারে কিংবা পুড়ে যেতে পারে।

বায়োলজিক্যাল স্বাস্থ্য সমস্যা বলতে আমরা

বুঝি সংক্রামক জীবাণু দ্বারা অথবা তাদের বিষ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, যেমন- এনথ্রাক্স। কর্মীরা ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পশু কামড়াতে পারে কিংবা পোকামাকড় ছল ফুটাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কেমিক্যালের সংস্পর্শে এলে ক্যান্সারের আশঙ্কা দেখা দেয়। কর্মক্ষেত্রে বেশি সময় থাকলে বা চাকরিতে অনিশ্চয়তা থাকলে মানসিক ও

সামাজিকভাবে কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা প্রকারভেদে ভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- যারা নির্মাণকাজ করে তারা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পারে। এমনকি মারাও যেতে পারে। আবার যারা নদীতে কিংবা সাগরে মাছ ধরে তারা ডুবে মরতে পারে। যেসব পেশা বিপদসঙ্কুল তন্মধ্যে মাছ





ধরা, আকাশে বিচরণ করা, করাত দিয়ে কাঠ চেরা, ধাতু নিয়ে কাজ করা, ক্ষেতখামারে কাজ করা, খনিতে কাজ করা এবং যানবাহন চলাচলে কাজ করা ইত্যাদি। যেসব পেশায় মানসিক ও সামাজিক সমস্যা আছে, সেগুলো হলো কর্মক্ষেত্রে সন্ত্রাস যেমন যারা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন তারা পুলিশ ও শিক্ষক।

নির্মাণ

নির্মাণ হলো একটি অতি সাংজাতিক পেশা। কারণ এতে বহু লোক আহত হয় এবং মারা যায়। নির্মাণকাজ করতে গিয়ে পড়ে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ। এসব বিপদ থেকে রেহাই পেতে গেলে শরীরে বর্মের আচ্ছাদন ব্যবহার করতে হবে, সঠিকভাবে লোহার কিংবা কাঠের বেড়া ব্যবহার করতে হবে, ভালো মই ব্যবহার করতে হবে এবং পরিদর্শনের জন্য ভালোভাবে মঞ্চ তৈরি করতে হবে। তবেই দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে। নির্মাণশ্রমিকদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস বেশি। তারা বাষ্প, গ্যাস, ধূলা ও ধোঁয়ার সম্মুখীন হয় বেশি।

কৃষি

যারা কৃষিকাজে নিয়োজিত তাদের অনেকেই ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়। যারা ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করে তাদের শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে, চর্মরোগ হতে পারে এবং কেমিক্যালের জন্য কিংবা অতিরিক্ত রোদের



কারণে শরীরে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কৃষিকাজে যারা বিষ ব্যবহার করে তাদের অসুখ দেখা দিতে পারে। এমনকি জন্মগত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। অনেক সময় পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরাও কৃষিকাজে সহায়তা দিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে তাদেরও অসুখ-বিসুখ হতে পারে।

চাকরি

চাকরীজীবির বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বসে কাজকর্ম করেন। ফলে তাদের স্বুলতা দেখা দেয়, অনেকেই পেশাগত মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। আবার অনেকের নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করতে হয়, অনেকেই আবার চাকরিতে অনিশ্চয়তায় ভোগেন।

খনি, তেল ও গ্যাস উত্তোলন

যারা খনিতে কাজ করেন কিংবা তেল ও গ্যাস উত্তোলনে কাজ করেন, তাদের অনেক সময় ক্ষতিকর কেমিক্যালের সম্মুখীন হতে হয়। এদের অনেকেই অতিরিক্ত সময় কাজ করে থাকেন। এই কেমিক্যালস যখন চর্মে লাগে তখন চর্মরোগের সৃষ্টি হয়। এদের বেশির ভাগই বাষ্প, গ্যাস, ধূলা ও ধোঁয়ার সম্মুখীন হয়।

স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সহযোগিতা

পেশাগত দায়িত্ব পালনে অসুস্থতায় যেসব রোগী ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে আঘাতই

বেশি। বেশির ভাগ রোগী পা ফসকে বা পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়। আবার অনেকেই সন্ত্রাসের শিকার হয়েও ব্যথা পায়।

- পাইলট অনেক সময় দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে মারা যায়
- যারা বর্জ্য সংগ্রহ করে কিংবা পরিষ্কার করে তারা অনেক সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।
- যারা গো-মহিষাদি চরিয়ে থাকে।
- যারা ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কাজ করে।
- যারা ছাদের কাজ করে।
- যারা ট্রাক বা ভারী যান চালায়।
- যারা পাহাড়ের খাদে কাজ করে।
- যারা অগ্নিনির্বাপণে কাজ করে থাকে।

এদের সবারই মাংসপেশি কিংবা হাড়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আঘাতপ্রাপ্তদের বেশির ভাগই পুরুষ। ■



ডা: এ কে এম আমিনুল হক
এমবিবিএস; এফসিপিএস; এমডি
এফএসপি (আমেরিকা)
প্রাক্তন অধ্যাপক, মেডিসিন
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৯৬৪২৮৮১২০
E-mail : akmahoque@yahoo.com